উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ বিভিন্ন প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের বিস্তারিত আলোচনা

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষ’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাকে প্রত্যক্ষ বলে। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষুরাদি বহিঃ ইন্দ্রিয় এবং মন নামক অন্তঃ ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষের লক্ষণ এরূপ হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হবে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ এবং ইহা প্রাচীন ন্যায় সম্মত করণের লক্ষণ (ফলাযোগ ব্যবচ্ছিনং কারণম্ করণম্) অনুসরণে করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দু-প্রকার। তাই তাদের করণও দু-প্রকার। স্পষ্টতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষের করণ লৌকিক ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষই হবে। অন্নংভট্টের মতে এই লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। যথা সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাব। এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের সাহায্যে ছয় প্রকার ভাব বস্তু ও বেশ কিছু অভাব বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। আর এই সম্বন্ধের পারিভাষিক নাম সন্নিকর্ষ। আবার প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের সহিত অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যা গ্রাহ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত ঐ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষকে লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে। অন্নংভট্ট উক্ত ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের সোদাহরণ নিম্নরূপে আলোচনা করেছেন।

প্রথম প্রকার সন্নিকর্ষ সম্বন্ধে অন্নংভট্ট বলেছেন, চক্ষুষা ঘট প্রত্যক্ষ জননে সংযোগঃ সন্নিকর্ষ। এখানে ঘট বলতে প্রত্যক্ষযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যকে বুঝতে হবে। ঘট, পটাদি দ্রব্যের জ্ঞান চক্ষু বা ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয়। ঘট, পটাদির চাক্ষুষ বা ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের জন্য চক্ষু বা ত্বক্ ইন্দ্রয়ের সাথে ঘট, পটাদি দ্রব্যের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ ঘটে। এই সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষের পারিভাষিক নাম সংযোগ। এইভাবে মনের সহিত আত্মার সন্নিকর্ষ হয়। ন্যায়মতে আমাদের চক্ষু, ত্বক্ ও মন হল দ্রব্য ইন্দ্রিয়। আর এই ইন্দ্রিয় গুলিই কেবলমাত্র দ্রব্য প্রত্যক্ষ করতে পারে। দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ তো সংযোগই হয়। চক্ষু + ঘট অর্থাৎ দ্রব্য + দ্রব্য = সংযোগ সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ। আমাদের দৃষ্ট বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সংযোগ ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু, ত্বক্, আত্মা ও মন প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত ঘট, পটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বা দ্রব্যের সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং দ্রব্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান কেবলমাত্র সংযোগ সন্নিকর্ষের দ্বারাই হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঘটরূপ প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। এখানে ঘটের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যমাত্রকে বুঝতে হবে। এবং 'রূপ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ, জাতি ও কর্মকে বোঝানো হয়েছে। ঘটরূপের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত এই সকল দ্রব্যের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। আবার ঐ সকল দ্রব্যে রূপ নামক গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ফলে সযোগ + সমাবায় = সংযুক্ত সমবায়। একইভাবে দ্রব্যে সমবেত জাতি ও কর্মের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। তাই সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ শ্রবনেন্দ্রিয় ভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষেও হতে পারে। ঘ্রাণ ও রসনা ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষে এই সন্নিকর্ষ হয়। সুখ, দঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ ও আত্মত্ব আদি জাতির মন ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

তৃতীয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের নাম সংযুক্ত সমবেত সমবায় অর্থাৎ সংযোগ + সমবায় + সমবায়। এই সন্নিকর্ষ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, রূপত্ব সামান্য প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য গুণে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান জাতি সমূহের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। কারণ ঘটাদিতে রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই ঘটাদির সহিত চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। চক্ষু সংযুক্ত ঘটাদিতে রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আবার এই চক্ষু সংযুক্ত ঘটে সমবেত রূপেতে রূপত্ব সামান্য বা জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাহলে পাওয়া গেল সংযোগ + সমবায় + সমাবায় = সংযুক্ত সমবেত সমবায়। সুতরাং রূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হল সংযুক্ত সমবেত সমবায়।

সমবায় হল চতুর্থ সন্নিকর্ষ। অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, শ্রোত্রেণ শব্দ সাক্ষাৎকারে সমবায়ঃ সন্নিকর্ষঃ। অর্থাৎ শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষের জন্য সমবায় সন্নিকর্ষের প্রয়োজন। শ্রবনেন্দ্রিয় হল আমাদের কর্ণ বিবরবর্তী আকাশ। আকাশের সহিত শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। অতএব কর্ণ বিবরবর্তী আকাশরূপ শ্রবনেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ হল সমবায়।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে দুরস্থ শব্দের প্রত্যক্ষ কিভাবে হয় ? কর্ণ বিবরবর্তী আকাশ যদি শ্রবনেন্দ্রিয় হয়, তাহলে দুরস্থ শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটবে কিভাবে ? শ্রবনেন্দ্রিয় যেহেতু আকাশস্বরূপ, সেহেতু তা গতিহীন। সুতরাং তা বক্তার মুখের নিকট যেতে পারে না। আবার বক্তার মুখ নিঃসৃত শব্দ শ্রোতার শ্রবনেন্দ্রিয়ে যেতে পারে না। কারণ, শব্দ গুণ পদার্থ হওয়ায় নিষ্ক্রিয়।

সুতরাং দুরস্থ শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে ?

এক্ষেত্রে অন্নংভট্ট দুটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে সহজ বোধগম্য করার চেষ্টা করেছেন। একটি বীচী তরঙ্গ ন্যায় ও অপরটি কদম্ব কোরক ন্যায়। বীচী তরঙ্গ শব্দের অর্থ হল তরঙ্গ পরম্পরা। শান্ত জলাশয়ের মধ্যে একটি প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করলে সেই স্থানের জলে একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গ দ্বারা তার সন্নিকটে আর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এইভাবে তরঙ্গ পরম্পরায় শেষ তরঙ্গটি তীরদেশে সংযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে বক্তার মুখ নিঃসৃত শব্দ তাহার নিকটস্থ আকাশে শব্দান্তর পরম্পরায় উৎপত্তিক্রমে শেষ শব্দটি শ্রোতার কর্ণ বিবরবর্তী আকাশে বা শ্রবনেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। তার ফলে ঐ শব্দের প্রত্যক্ষে কোন বাধা থাকে না। পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে এক বক্তার যদি বহু শ্রোতা থাকে, তাহলে কীভাবে একই সঙ্গে বহুজনের প্রত্যক্ষ হবে ?

এর উত্তরে অন্নংভট্ট কদম্বমুকুল ন্যায়ের সাহায্য নিয়েছেন। তাৎপর্য হল, কদম্ব কুসুম বিকশিত হওয়ার সময় যেমন তার চতুর্দিকে পাপড়ি উৎপন্ন হয়, সেরূপ বক্তার মুখ নিঃসৃত শব্দ উৎপন্ন হলে তার দ্বারা তার চতুর্দিকে অনেক শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দ সমূহ শব্দান্তর উৎপত্তিক্রমে সকল শ্রোতার নিজ নিজ শ্রবনেন্দ্রিয়ে পৃথক্ পৃথক্ অন্তিম শব্দ উৎপন্ন করে। ফলে প্রত্যেকেই একই সঙ্গে শব্দ প্রত্যক্ষ করে।

শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। কর্ণবিবররূপ আকাশে শব্দ সমবেত থাকে এবং ঐ শব্দে শব্দত্ব জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই সমবায় + সমবায় = সমবেত সমবায়। সুতরাং শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। ক-ত্ব, খ-ত্ব আদি জাতি প্রত্যক্ষেও এই সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয়।

ষষ্ঠ তথা অন্নংভট্ট স্বীকৃত শেষ লৌকিক সন্নিকর্ষের নাম হল বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ। এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সন্নিকর্ষঃ অর্থাৎ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষের প্রয়োজন। যথা ঘটাভাববদ্ ভূতলং - অর্থাৎ ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল, এইভাবে যখন ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, তখন ভূতল বিশেষ্য, ঘটাভাব বিশেষণ। ভূতলের বিশেষণরূপে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে, প্রথমে ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয়, ফলে ঘটাভাবের সহিত চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়। কিন্তু অভাব প্রত্যক্ষ যদি এরূপ হয় যে, ভূতলে ঘট নাস্তি - ভূতলে ঘট নাই, তাহলে ঘটাভাব বিশেষ্য এবং ভুতল বিশেষণ হবে। তখন চক্ষু সংযুক্ত বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ হবে।

যাইহোক্ ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য। অন্যভাবে বলা যায় যেমন, পুরুষের সহিত দণ্ডের সম্বন্ধ থাকলেই তবে দণ্ডী পুরুষঃ - এই প্রত্যক্ষে উভয়ের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ হতে পারে। তেমনি ভূতলে ঘট নাই - এক্ষেত্রে ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এই সম্বন্ধ বা সম্পর্কটি কি হবে ? এখানে ভূতল দ্রব্য হলেও ঘটাভাব দ্রব্য নয় বলে উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হবে না, কারণ দুটি দ্রব্যের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ হয়। আবার সমবায় সম্বন্ধও হবে না। কারণ, কেবল ভাব পদার্থের মধ্যেই সমবায় সম্বন্ধ হয়। এইভাবে, দেখা যায় ভাব ও অভাবের মধ্যে কেবল স্বরূপ সম্বন্ধই হয়। এই সম্বন্ধকেই নৈয়ায়িকগণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত করেছেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ